Your Name
or
Institution Logo

# বাংলা
## (স্মার্ট নোট্‌স)

দশম শ্রেণির জন্য

# জ্ঞানচক্ষু

## আশাপূর্ণা দেবী

### লেখক পরিচিতি

- ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতায় আশাপূর্ণা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।
- 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার।
- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

### উৎস

আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের উৎস হল লেখিকার 'কুমকুম' নামক ছোটোগল্পের সংকলন।

### সারসংক্ষেপ

'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নিজের বর্ণনায় লেখা। তিনি পুরো গল্পটা নিজেই বর্ণনা করে গেছেন। গরমের ছুটিতে তপনের ছোটো মাসির বিয়ে। মামার বাড়িতে এসে রয়েছে তপন। বিয়ের পর নতুন অধ্যাপক মেসোমশাই গরমের ছুটিতে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। সেখানেই তপনের সঙ্গে নতুন মেসোর সাক্ষাৎ। তপন শুনে অবাক হয় তার নতুন মেসো নাকি সাহিত্যিক। সাহিত্যিকেরা যে সাধারণ মানুষের মতোই হন, তাঁরাও যে আর পাঁচজন মানুষের মতোই জীবনধারণ করেন এ তথ্য তপন জানত না। লেখক বা সাহিত্যিকেরা যে আকাশ থেকে পড়া কোনো জীব নয়, নতুন মেসোকে দেখে তপনের সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সে বুঝতে পারে যে, সাহিত্যিক বা লেখকেরাও তার বাড়ির অন্যান্যদের মতো জলজ্যান্ত সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষ যে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে, এ সত্য জানার পর তপনেরও গল্প লিখতে ইচ্ছে করে। গ্রীষ্মের নির্জন দুপুরে মামারবাড়ি যখন নিস্তব্ধ ঠিক তখন হোমটাস্কের খাতায় তপন লিখে ফেলে আস্ত একটা গল্প। তিনতলার গোপন নিরুপদ্রব সিঁড়িতে উঠে গিয়ে তপনের হাতে সৃষ্টি হয় তার লেখা প্রথম গল্প 'প্রথম দিন', বিষয়বস্তু হল, বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বিবরণ।

গল্প লিখে তপন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার আনন্দ আর ধরে না। তপন ছুটে যায় তার চিরকালের বন্ধু নববিবাহিতা ছোটো মাসির কাছে। জানায় তার প্রথম গল্প লেখার কথা। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে ছোটোমাসি সে গল্প নিয়ে ছোটেন তাঁর সাহিত্যিক স্বামীর কাছে, যিনি তপনের নতুন মেসোমশাই। মেসো তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানান যে, তপনের গল্প ভালোই হয়েছে। তার লেখার হাতও বেশ ভালো। তবে যদি একটু কারেকশন বা সংশোধন করে নেওয়া যায় তবে অনায়াসেই তা পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে।

এই কথা শুনে তপনের আনন্দ আর ধরে না। সাহিত্যিকের কাছে তার লেখা গল্প প্রশংসিত হয়েছে ভেবে সে আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। দ্রুত এ সুখবর মামারবাড়িতে সবার কাছে পৌঁছে যায়। তপনকে সকলে ডাকতে শুরু করে সাহিত্যিক, কথাশিল্পী হিসেবে। মেসো জানিয়ে যান তিনি সুপারিশ করলে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদক তপনের গল্পটা ছাপার ব্যাপারে না করতে পারবেন না। তিনি গল্পটা নিয়ে যান 'সন্ধ্যাতারা'য় মুদ্রণের জন্য।

উৎসাহে তপন গরমের ছুটিতে হোমটাস্ক ফেলে দু-তিনটে গল্প লিখে ফেলে আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে মেসোর প্রতিশ্রুতি কবে ফলপ্রসূ হবে এই আশায়। গরমের ছুটি ফুরিয়ে এল তবু মেসোর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তপন বিষণ্ণচিত্তে অপেক্ষা করে থাকে।

অবশেষে ঘটে প্রতীক্ষার অবসান। ছোটোমাসি আর মেসো এলেন বেড়াতে, সঙ্গে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার একটি সংখ্যা। তপনের আশা পূরণ হয়। তার গল্প প্রকাশ পেয়েছে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায়, তার পুরো নামসহ। তপনের আনন্দ আর ধরে না, বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায় তপনের মুদ্রিত গল্পটিকে কেন্দ্র করে।

মায়ের অনুরোধে লজ্জা ভেঙে তপন স্বকণ্ঠে মুদ্রিত গল্পটি পাঠ করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরেই তপন অবাক হয় এ কার লেখা পড়ছে সে! গল্পের প্রতিটি লাইন যেন নতুন, তপনের লেখা তো নয়। তপন বোঝে তার সাহিত্যিক মেসো গল্পের ওপর এত কারেকশনের কলম চালিয়েছেন, এত সংশোধন করেছেন যে তপনের লেখা সেখান থেকে হারিয়ে গেছে। তপনের লেখা গল্পটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় মুদ্রণযোগ্য করে তোলার জন্য মেসোমশাই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা এত বেশি গল্পের ওপর প্রয়োগ করেছেন যে তাতে

তপনের লেখা হারিয়ে গেছে। তপনের লেখার গুণে নয়, সাহিত্যিক মেসোর কৃপা আর প্রতিভার জোরে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় তপনের লেখা মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। চোখে জল আসে তপনের, এ দুঃখ, এই অপমান সে আর সহ্য করতে পারে না।

সাধ করে তপন তার প্রথম গল্প মেসোকে দিয়েছিল পত্রিকায় ছাপতে। তার এহেন পরিণতি তপনকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে। সে ভাবে তার নিজের কাঁচা লেখা তা সে ভালো হোক বা মন্দ এবার থেকে তপন নিজে গিয়ে ছাপতে দেবে। কেউ যেন কখনও না বলতে পারে অন্যের দয়ার জোরে তার লেখা ছাপা হয়েছে। পত্রিকার পাতায় সে নিজের লেখা দেখতে চায়, অন্য কারোর নয়।

## বিশেষ শব্দার্থ

- **জ্ঞানচক্ষু:** অন্তর্দৃষ্টি।
- **কারেকশন:** সংশোধন করা।
- **জহুরি:** জহর (রত্ন) প্রস্তুতকারী।
- **অলৌকিক:** পৃথিবীতে ঘটে না এমন, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।
- **আনকোরা:** সম্পূর্ণ নতুন, পূর্বে যা অব্যবহৃত।
- **অ্যাক্সিডেন্ট:** দুর্ঘটনা।
- **কথাশিল্পী:** যাঁরা কথা দিয়ে শিল্প রচনা করেন (যেমন কবি, সাহিত্যিক)।
- **টুকলিফাই:** নকল।
- **পায়াভারী:** সৌভাগ্যের কারণে অহংকারী।
- **মুরুব্বি:** নেতা বা কর্তা ধরনের ব্যক্তি।
- **শোরগোল:** হইচই।

## Special Tips

- প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও আশাপূর্ণ দেবী লাভ করেছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার সম্মান।
- আশাপূর্ণা দেবী পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

## অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১

**১. "তাই মেসো শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কদিন।" —মেসোর শ্বশুরবাড়িতে থাকার কারণ কী?**

উ: মেসোর কলেজে গরমের ছুটি চলছে। তাই তিনি ক-দিন শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন।

**২. "এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।" —কোন্ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?**

উ: লেখকরা যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো অর্থাৎ তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতোই মানুষ, সেই বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল।

**৩. "শুধু এইটাই জানা ছিল না," —কোন্‌টা জানা ছিল না?**

উ: নতুন মেসোকে দেখার আগে অবধি তপনের জানা ছিল না যে, তাদের মতো সাধারণ মানুষও লেখক হতে পারে।

**৪. "এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা।"—কোন্ ঘটনার কথা বলা হয়েছে?**

উ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তপন দেখল তার ছোটোমাসি আর মেসো বেড়াতে এসেছেন এবং হাতে একটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকা। এখানে এই ঘটনার কথাই বলা হয়েছে।

**৫. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?" —কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে?**

উ: তপনের গল্প সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার ছেলের হাতে সেই পত্রিকা ঘুরবে। এই ঘটনাকেই অলৌকিক বলা হয়েছে।

**৬. "ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।"—কোন্ কথাটা ছড়িয়ে পড়ে?**

উ: তপনের লেখা গল্পটি তার নতুন মেসোমশাই সামান্য 'কারেকশন' করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই কথাটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

**৭. "বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।" —কী কারণে তপনের বুকে রক্ত ছলকে উঠেছিল?**

উ: নতুন মেসোমশাই 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপাবেন বলে তপনের গল্পটি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকা হাতে ছোটোমাসি ও মেসোমশাইকে আসতে দেখে উত্তেজনায় তপনের বুকের রক্ত ছলকে উঠেছিল।

**৮. "সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।"—কোন্ সূচিপত্রে কার, কীভাবে নাম ছিল?**

উ: 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সূচিপত্রে তপনের নাম ছিল। সেখানে লেখা ছিল "'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রী তপন কুমার রায়।"

**৯. "শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন"—তপন কী সংকল্প করেছিল?**

তপন সংকল্প করেছিল যে, যদি কখনও সে লেখা ছাপতে চায়, তবে সে নিজে গিয়ে সম্পাদকের দফতরে লেখা জমা দিয়ে আসবে।

## সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ৩

**১. "রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।"—প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।**

গল্পে দেখা যায় ছোট্ট তপন তার লেখক মেসোকে দেখে স্থির করে সেও লেখক হবে। তাই গরমের ছুটিতে আনা হোমটাস্কের খাতায় লিখে ফেলে একখানি গল্প। মনে মনে স্থির করে গল্পটা তার লেখক মেসোকে দেখাবে। ছোটোমাসিকে দেখানোমাত্রই গল্পটা তার লেখক মেসোর কাছে পৌঁছোয়। সে মনে করেছিল একজন লেখক তার লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝবে। আর এই প্রসঙ্গেই উক্ত উক্তির অবতারণা।

**২. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?"—কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে? অলৌকিক বলার কারণ কী?**

'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে বালক চরিত্র তপন বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে একটি গল্প লেখে। গল্পটি অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ছোটো মেসো পড়ে প্রশংসা করেন ও ছাপিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। বেশ কিছুদিন বাদে তপন যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল তখন মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপিয়ে নিয়ে আসেন তপনের গল্পটি। এই চমকপ্রদ ঘটনাই অলৌকিক বলে মনে হয়েছে তপনের।

গল্পলেখকরা যে পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই হয়, এই ধারণাটা বালক তপনের ছিল না। লেখক মেসোকে দেখে তপনের ভুল ভাঙে। তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে নিস্তব্ধ দুপুরে তেতলার সিঁড়িতে বসে তপন লিখে ফেলে প্রথম গল্প। গল্পটি লেখক মেসো পড়ে প্রশংসা করেন এবং সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপিয়েও আনেন। তপনের কাছে এই ঘটনা এতটাই অবিশ্বাস্য ছিল যে তার মনে হয়েছিল জীবনে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

**৩. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?"— কে এমন কেন ভেবেছিল?**

এই ভাবনা আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের মূল চরিত্র তপনের।

তপন স্বপ্ন দেখত সে একদিন গল্প লিখবে, তার লেখা ছাপা হবে কোনো পত্রিকায়। তা হাজার হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। নতুনমেসো তার প্রথম লেখা গল্পটি ছাপিয়ে দেবার কথা বললেও তা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি তপন। কিন্তু যখন একদিন নতুনমেসো তাদের বাড়ি এলেন, তপনের হাতে "সন্ধ্যাতারা" পত্রিকাটি দিলেন এবং তপন সেই পত্রিকায় ছাপা হওয়া গল্পটি দেখল, এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় অভিভূত তপন অদ্ভুত আনন্দে, উত্তেজনায় আপ্লুত হয়ে একথা ভেবেছিল।

**৪. "গভীরভাবে সংকল্প করে তপন"—তপন কী সংকল্প করে? তার এরূপ সংকল্পের কারণ কী?**

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'জ্ঞানচক্ষু' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটিতে তপন সংকল্প করে যদি সে এরপর কোনোদিন গল্প ছাপতে দেয় তাহলে সে নিজে গিয়ে দেবে।

তপনের যে গল্পটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা তপনের নিজের লেখা ছিল না। নতুন মেসো আগাগোড়া গল্পটিকে নতুন করে লিখে দিয়েছিলেন, যা দেখে তপন অপমানিত এবং মর্মাহত হয়। এইজন্য সে এই সংকল্প করেছিল।

## বিশ্লেষণধর্মী/বর্ণনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ৫

**১. 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে কীভাবে তপনের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়েছিল লেখো।**

এক বালক তপনের লেখক হবার স্বপ্ন, আর সে স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা—এই নিয়েই আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি। 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে দেখা যায় গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে তপন। লেখক হবে স্বপ্ন দেখে সে। তবে বইয়ের পাতা থেকেই সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার পরিচয়। লেখালেখির জগত সম্পর্কে ছোট্টো তপনের তেমন কোনো ধারণা নেই। ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষ্যে মামাবাড়িতে গিয়ে সে যখন জানতে পারে যে তার ছোটোমেসো একজন লেখক, ভীষণ অবাক হয় তপন। ভাবে তবে 'লেখক' মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তপনদের মতোই মানুষ। তাহলে সে-ও তো লেখক হতে পারে!

সেদিন দুপুরবেলাতেই তপন লিখে ফেলে তার স্কুলে ভরতি হবার দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা গল্প। লেখকের মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু

'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারবে। কিছুদিন পর ছাপা হয় গল্পটি। তপনের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু গল্পটি পড়তে গিয়ে সে দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। মনে হয় এর চেয়ে না প্রকাশিত হওয়াই বোধহয় ভালো ছিল। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় কখনও সে যদি লেখা ছাপতে দেয় তো সে নিজে গিয়ে দেবে। কারোর বদান্যতায় পাওয়া স্বীকৃতিতে যে কোনো গৌরব নেই, আনন্দ নেই তা বুঝতে পারে তপন। উন্মোচিত হয় তার জ্ঞানচক্ষু, যার অর্থ হল 'প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ'।

**২. "তার থেকে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!"—কার, কখন একথা কেন মনে হল তা আলোচনা করে লেখো।**

আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটির থেকে উদ্ধৃত এই অংশটিতে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের লেখাটি পড়বার পর এ কথা মনে হয়েছে তপনের।

'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি আসলে বালক তপনের লেখক হবার স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার গল্প। গল্পে দেখা যায় যে গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে তপন। সে স্বপ্ন দেখে লেখক হবার। তবে বইয়ের পাতার বাইরে লেখালেখির জগত সম্পর্কে ছোট্টো তপনের কোনো ধারণা নেই। ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষ্যে মামাবাড়িতে গিয়ে যখন সে জানতে পারে যে তার ছোটোমেসো একজন লেখক, অবাক হয়ে তপন ভাবে, লেখকরাও তবে তপনদের মতোই মানুষ, চাইলে সেও তো গল্প লিখতে পারে। এই ভেবে সেদিন দুপুরবেলাতেই তপন লিখে ফেলে তার স্কুলে ভরতি হবার দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তার প্রথম গল্প। লেখক মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু 'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর গল্পটি যখন ছাপা হয়ে আসে, তপনের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু গল্পটি পড়তে গিয়ে সে দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। সবাই বলে যে মেসোমশাই এর জন্যই তার লেখা ছাপা হতে পেরেছে, নইলে সম্পাদক তা ছুঁয়েও দেখত না। লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। এরপর সে প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যতে সে যদি কখনও লেখা ছাপতে দেয় তবে সে নিজে গিয়ে দেবে। যাতে নিজের লেখা গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা না পড়তে হয়। না শুনতে হয় যে কেউ তার লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে। কারণ "তার থেকে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!"

**৩. "শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন।" — মুহূর্তটি কেন দুঃখের? এই দুঃখবোধ থেকে বক্তা কী সংকল্প গ্রহণ করেছিল?**

আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটিতে তপনের লেখক হবার স্বপ্ন, আর সে স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে দেখা যায় লেখক হবার স্বপ্ন দেখে সাহিত্যপ্রেমী তপন। তার লেখক ছোটোমেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা গল্প লিখেও ফেলে সে। মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু 'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারবে। কিছুদিন পর যখন ছাপা হয় গল্পটি তপন দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। সবাই বলে যে মেসোমশাই-এর জন্যই নাকি তার লেখা ছাপা হতে পেরেছে, নইলে সম্পাদক তা ছুঁয়েও দেখত না। তাই যে মুহূর্তটি তার সবচেয়ে আনন্দের হতে পারত, তা-ই হয়ে ওঠে দুঃখের মুহূর্ত।

এই ঘটনায় লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। তার মনে হয় এর চেয়ে তার গল্প না প্রকাশিত হওয়াই ভালো ছিল। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। তার এই দুঃখবোধ থেকে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় সে যদি কখনও লেখা ছাপতে দেয় তো সে নিজে গিয়ে দেবে। তাতে সে লেখা ছাপা হোক আর না-ই হোক। কারণ কারোর বদান্যতায় পাওয়া স্বীকৃতিতে যে কোনো গৌরব নেই, আনন্দ নেই তা বুঝতে পারে তপন। তার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়।

**শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শ**

তোমরাও নিজেদের মতো করে সবসময় কিছু লেখার চেষ্টা করো। আর কখনও ভুলেও তপনের নতুন মেসোমশাইয়ের মতো কার্যকলাপ করে বসো না।